সুনন্দ মরুদেশ

মাহমুদা রুনু

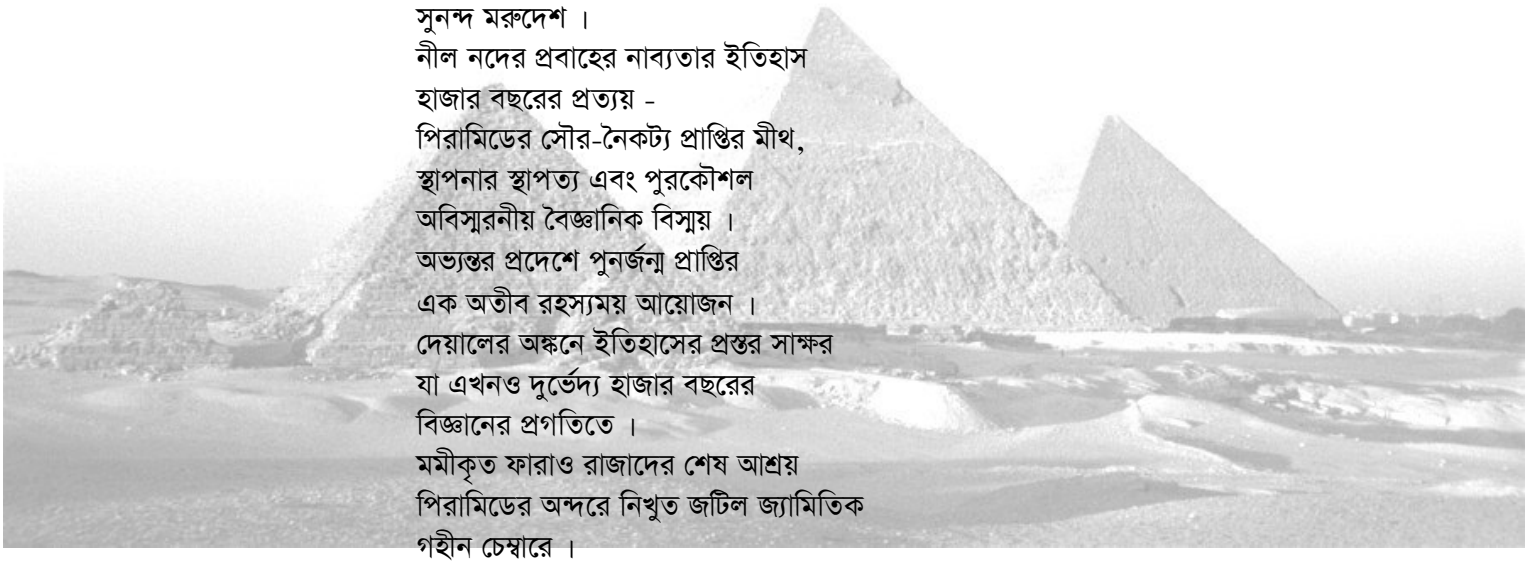

১

এ এক অবিস্মরনীয় সভ্যতার
সুনন্দ মরুদেশ ।
নীল নদের প্রবাহের নাব্যতার ইতিহাস
হাজার বছরের প্রত্যয় -
পিরামিডের সৌর-নৈকট্য প্রাপ্তির মীথ,
স্থাপনার স্থাপত্য এবং পুরকৌশল
অবিস্মরনীয় বৈজ্ঞানিক বিস্ময় ।
অভ্যন্তর প্রদেশে পুনর্জন্ম প্রাপ্তির
এক অতীব রহস্যময় আয়োজন ।
দেয়ালের অঙ্কনে ইতিহাসের প্রস্তর সাক্ষর
যা এখনও দুর্ভেদ্য হাজার বছরের
বিজ্ঞানের প্রগতিতে ।
মমীকৃত ফারাও রাজাদের শেষ আশ্রয়
পিরামিডের অন্দরে নিখুত জটিল জ্যামিতিক
গহীন চেম্বারে ।
হৃদয়টাকে বুকের মাঝেই রেখে মমীকৃত,
পৃথক রাখা শরীরের চার অংগ
যকৃৎ, কিডনী, মগজ, পাকস্থলী,
পাথরের পাত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্ষিত ।
হায়রে কী ভয়ঙ্কর বিশ্বাস !!
এই শরীরেই ফিরে আসবে
মহা পরাক্রমশালী রাজা, যিনি দেবতা ওদের ।
রাতের চাদের আলোর বিপুল ধারায়
ভ্যালি-অফ-দ্য-কিং আলাবাস্টার পাহাড়
জ্বলজ্বল জ্বলে, কী ভয়ংকর সুন্দর ।
এক অনন্য বিস্ময় —
হাজার হাজার বর্ষ পরিক্রমায় ।
টুটানখামন, রামসী এবং বংশধরের
গোপন মমী-রক্ষন কক্ষ
নিজের বুকের গভীরে ধরে জ্বালে
সেই অসম্ভব সুন্দর আলো রাতের অন্ধকারে
আলাবাস্টার পর্বত বিশাল ।
যেন সমগ্র সভ্যতাকে বিদ্রুপ করে
জানাতে চায় -
কী দুর্ভেদ্য প্রজ্ঞাময় সভ্যতা কালের
কপোলতলে বিরাট বিপুলত্ব নিয়ে আছে ।
থাকবে আরো হাজার বছর ।
প্যাপিরাসের সবুজ পিরামিড আকৃতি সরু শাখা

কাগজ তৈরীর বাহন,
জগৎ সভ্যতার সাক্ষর তাতে
ছবির ভাষায় ।
স্ফিংস সিংহ-মানব পাথরের বিশালত্বে
অপ্রতিরোধ্য ফারাও রাজ -
মানুষের অন্ধ-বিশ্বাসের বিরাটত্বে
স্থির নিশ্চল ।
বিংশ শতাব্দীর সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক অগ্রগামী
মানুষ কাতারে কাতারে চলে যায় সেখানে -
বিস্মিত হয়, বিমুগ্ধ হয়, হোয়ে যায় বাক্যহারা ।
মিশর - একটি সুনন্দ মরুদেশ ।

২

সহস্র বছরের সভ্যতার ধারক বাহক
মিশরীয় সভ্যতা ।
পিরামিডের মতো সুউচ্চ অভিলাষ,
সুদৃঢ় মনোবল ধ্বংস করেছে
একনায়কত্বের অভিশপ্ত শাসক ।
অথর্ব করেছে তাদের সুতিক্ষ বুদ্ধি-জ্ঞান ।
সৈরাচারের অনাচারে পাথর চাপা বোধের
রুপান্তর মনুষত্বের-আগ্নেয়গিরী -
সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ শিখায়
জনতন্ত্রের সুনামী ।
তাহরীর স্কয়ারে জ্বলছে সহস্র বছরের
সভ্যতার অবমাননার অগ্নি ।
রাজ্যলোভী বিংশ শতাব্দির স্ফিংস যেন, মোবারক ।
তার জন্য -
সিংহাসনের চেয়ে বড় কিছু নেই
নহে কিছু মহীয়ান ।
ধীক মোবারক ! ধীক শতোধীক !
নীল নদের সহস্র কালের প্রত্যয় অগ্নি,
ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের ব্যাকুল আকুলতা,
এই জনতন্ত্রের সুনামী ।
তাকে রুখতে চায় সৈরাচারী
মানুষরুপী দানব ।
ওহে দানব ! শোষনের কাল শেষ !
সিংহাসন ছেড়ে আজ যেতেই হবে
বিচারের কাঠগড়ায় ।
মিশরের নিঃস্ব মানুষের ক্ষোভের
আগ্নেয়গিরীর অগ্নুৎপাতের জ্বলন্ত লাভায়
আসছে সুদিন -
৩০ বছরের শোষনের শেকল হোতে মুক্তি ।

চেয়ে দেখো নিপীড়িত মিশর -
সমগ্র বিশ্ব আজ সোচ্চার মানবতার
প্রবল শক্তির অস্ত্র নিয়ে ।
জনতন্ত্রের সুনামীতে আবার জেগে উঠবে
প্রজ্ঞাময় সভ্যতা ।
নীলনদের সানন্দ প্রবাহে
আবার জাগবে সুনন্দ মরুদেশ ।

৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১